দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...04 AUG 2008...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

সমস্যায় জর্জরিত ইডেন মহিলা কলেজ

হালিমুল হক চয়ন

মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে রাজধানী তথা দেশের অন্যতম বৃহত্তম কলেজ ইডেন মহিলা কলেজ। এই কলেজটিতে দেশের অনেক মেধাবী ছাত্রী পড়াশোনা করছে। নানামুখী সমস্যা আর সম্ভবনাকে নিয়েই এগিয়ে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। এক সময় নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে এই কলেজটি ব্যাপক অবদান রাখলেও বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে পারছে না।

প্রতিষ্ঠার কথা

১৮৭৩ সালে ব্রাহ্মণ মেয়েদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে স্থাপিত একটি স্কুল থেকে বর্তমান ইডেন মহিলা কলেজ। মূলত ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন সচেতন সদস্যের উদ্যোগে ঢাকার ফরাশগঞ্জ এলাকার একটি বাড়িতে এর যাত্রা শুরু হয়। ১৮৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি 'ঢাকা ফিমেল স্কুলে' রূপান্তরিত হয়। ওই বছরেই এই স্কুলটিকে তৎকালীন গভর্নর স্যার অ্যাশলে ইডেনের নামানুসারে এর নাম 'ইডেন গার্লস কলেজ' রাখার প্রস্তাব করেন। তারপর থেকে স্কুলটি রাজধানীর লক্ষীবাজার এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। তবে ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে লক্ষীবাজারের স্কুলটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাময়িকভাবে স্কুলটি উকিল শ্রী ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায় স্থানান্তরিত হয়। বিংশ শতকের প্রথম দিকে ইডেন গার্লস হাই স্কুল উঠে আসে সদরঘাটের পুর্তুগীজ কুঠিবাড়িতে। এ সময় প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণ কলেজের মর্যাদা পায়। ১৯২৬ সালে এর নতুন নামকরণ হয় 'ইডেন গার্লস হাইস্কুল এন্ড ইন্টারমিডিয়েট কলেজ'।

১৯৪৫ সালের শেষ দিকে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এটিকে সদরঘাট থেকে আব্দুল গনি রোডের একটি ভবনে স্থানান্তর করেন যা পরবর্তীকালে 'ইডেন ভবন' নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৭ সালে সরকার 'ইডেন ভবন' নতুন প্রাদেশিক সচিবালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কলেজটি কার্জন হলের একটি অংশে অস্থায়ী ঠিকানা লাভ করে। ১৯৬২ সালে ইডেন মহিলা কলেজের স্থায়ী অবস্থান হয় আজিমপুর ও পলাশীর সংযোগস্থলে। দলিল ও খাজনা অনুযায়ী ইডেন কলেজের ৩৩.৮৩ একর জমি থাকলেও বর্তমানে কলেজটি ১৮ একর জমি দখলে আছে।

বর্তমান অবস্থা

দেশের অন্যতম এতিহ্যবাহী ইডেন মহিলা কলেজটি উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের স্বপ্ন পূরণে আজ কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় নেই। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মেধাবী মেয়েরা এখানে পড়তে এসে নানামুখী সমস্যায় পড়ে। এমনকি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় মেয়েরা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না বলে অনেকেই অভিযোগ করছে। শিক্ষক সঙ্কট, পরিবহন সঙ্কট, আবাসন সঙ্কট, শ্রেণী কক্ষের সঙ্কট, পরিবেশ সঙ্কট, ইত্যাদি নানা কারণে কলেজটি তার পূর্বে জৌলুস হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবী অচিরেই এসব সমস্যার সমাধানে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিবহন

দেশের অন্যতম এই বিদ্যাপীঠে কোন রকম পরিবহন ব্যবস্থা নেই। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মেধাবী মেয়েরা মারাত্মক যানজট-এর ঢাকা শহরের নানা স্থান থেকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাসে আসে।

অথচ ২৬ হাজার ছাত্রীর মধ্যে আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র ২৫০০ জন শিক্ষার্থীর। বাকী ছাত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় সাবলেট, মেস বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থাকতে হয়- যা কিনা পড়াশোনার জন্য কখনও সুষ্ঠু পরিবেশ হতে পারে না। শিক্ষার্থীরা মনে করে ঢাকার অনেক কলেজেই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম রয়েছে। অথচ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী এই কলেজের কোন ট্রান্সপোর্ট নেই। যা কিনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাই তাদের দাবী কর্তৃপক্ষের কাছে নারীদের উচ্চ শিক্ষায় আরো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

ছাত্র রাজনীতি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল এই কলেজটিতে রাজনৈতিক তৎপরতা অনেক আগে থেকেই। দেশের বিভিন্ন সঙ্কটে এদেশের নারীরা যখন আন্দোলন করেছে তার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ইডেন মহিলা কলেজ। তবে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি, অন্যান্য ক্যাম্পাসের মত এখানেও পড়াশোনার পরিবেশকে বারবার বিঘ্নিত করেছে। অভিযোগ রয়েছে, ছাত্র রাজনীতির নামে নানারকম চাঁদাবাজি, হল ব্যবসা, ক্যান্টিন-এ তাদের অদৃশ্য পদচারণ।

তাই ছাত্রীরা মনে করে রাজনীতির নামে যেন এই অপরাজনীতি না হয়, যে কারণে বাইরে তাদের প্রতি মানুষের ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

ক্যাম্পাস সমাচার

এদেশে নারীদের উচ্চ শিক্ষার এই ক্যাম্পাসটির অবদান অনেক। তবে নানা প্রতিকূলতায় এই কলেজের ছাত্রীরা জর্জরিত। ৬টি ভবনে ২২টি বিভাগের জন্য শ্রেণীকক্ষ আছে মাত্র ৮০টি। তারপর আবার কিছুদিন আগে শ্রেণী কক্ষের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা বেশী হওয়ায় দুটো রুম ভেঙ্গে ১টি রুম করা হয়েছে। ফলে রুম সংখ্যা আরো কমে গেছে। অথচ প্রতি বছরই প্রতিটি বিভাগে আসন সংখ্যা ৩০-৫০টি বাড়ানো হচ্ছে। ছাত্রীদের অভিযোগ- আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে কিন্তু আসন অনুযায়ী অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি দীর্ঘদিন ধরে। যদিও সম্প্রতি দেশের সবচেয়ে বড় ছাত্রী হোস্টেলটি এই কলেজেই স্থাপিত হচ্ছে, তবে সঙ্কটের তুলনায় তা অপ্রতুল। রাজধানীর দূর-দূরান্ত থেকে এসে প্রায়ই ছাত্রীরা ক্লাস রুমের অভাবে ক্লাস করতে পারে না। কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এভাবেই তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

> **এক নজরে ইডেন কলেজ**
>
> ○ প্রতিষ্ঠা-১৯২৬ ○ অনুষদ-৩টি ○ বিভাগ ২২টি ○ ছাত্রী সংখ্যা ২৬২৯১ জন ○ শিক্ষক সংখ্যা ১৯২ জন ○ কর্মচারীর সংখ্যা-৭২ ○ আবাসিক হল ৬টি ○ কলেজে মোট ভবন ১২টি ○ কম্পিউটার ল্যাব ১টি ○ তথ্যপ্রদান কেন্দ্র ১টি।

প্রাণী বিদ্যার ৩য় বর্ষের ছাত্রী নিশা বলেন, প্রতিটি বিভাগে প্রত্যেক ইয়ারে ২৫০-৩০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের ক্লাস নেয়া হয় ছোট্ট একটি রুমে। যার ফলে কেউ যদি একটু পরে ক্লাসে আসে তাদের পক্ষে স্যারদের Lecture শুনা খুবই কষ্টকর। অধিকন্তু কোন শ্রেণী কক্ষেই শিকারের ব্যবস্থা নেই আর তাই আমরা এত কষ্ট করে ক্লাসে আসার পুরো উদ্দেশ্যটাই ব্যাহত হয়। অর্থনীতির ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী আয়নার মতে, কলেজের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থা। প্রতিদিন হাজারো ছাত্রী অসহনীয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে বিভিন্ন পাবলিক বাসে বাদুড় ঝুলে কলেজে আসে আর তাতে করে তারা সঠিক সময়ে ক্যাম্পাসে না আসতে পারার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসও মিস করতে হয়।

মিত পড়ছে সমাজ বিজ্ঞানে ৩য় বর্ষে ... তিনি জানান, আমরা অনেক আশা নিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছিলাম। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতি গঠনে আমরাও পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়াবো এই প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ২৬০০০ ছাত্রীর জন্য মাত্র ১৯২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। যারা কোনভাবেই এত শিক্ষার্থীর জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আমাদের দাবি কলেজে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টেরই শূন্য পদগুলো পূরণ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে কর্তৃপক্ষ যেন যথাযথ ভূমিকা পালন করে।

আবাসিক সঙ্কট

২৬ হাজার শিক্ষার্থীর কলেজটিতে বর্তমানে আবাসিক সঙ্কট চরমে। এই বিশাল কলেজের ছাত্রীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র ২৫০০ জনের। যারা আবাসিক থাকে তাদের সবাইকে থাকতে হয় গাদাগাদি করে। হোস্টেলে আলাদা রিডিং রুম না থাকায় ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর রুমে বসে পড়া তো স্বপ্নের বিষয় যেখানে শুধু ঘুমানোর জন্য থাকাটাই দায়। তাই ছাত্রীদের দাবী অচিরেই হোস্টেলে যারা থাকছে, তাদের অন্তত পড়াশোনার জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ দেবে কর্তৃপক্ষ।

প্রশাসনিক অনিয়ম

কলেজের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে অনিয়ম নেই। বিশেষ করে হলের ডাইনিং-এ অনিয়মের মাত্রাটা বেশী। ছাত্রীদের অভিযোগ সরকারী ভর্তুকি দেয়ার পরও প্রতিটি ছাত্রীর কাছ থেকে ৮০০ টাকা করে নিয়েও অত্যন্ত নিম্ন মানের খাবার দেয়া হয়। দুইবেলা খাবারের মধ্যে দুপুরের বেশীর ভাগ সময়েই একমাত্র সবজিই বাঁচার অবলম্বন। রাতেও একই অবস্থা। এক শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তি এভাবেই প্রকাশ করেন, 'ভাই পেটে দিলে পিঠে সয়।' এই খাবার খেয়ে আর যাই করা যাক অন্তত পক্ষে মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা যায় না। তবে এরপরেও ছাত্রীদের ৭ দিনের খাবারের জন্য দিতে হয় ২০০ টাকা। ৭ দিনের মধ্যে ১ দিন খেলেও একজনকে ২০০ টাকাই দিতে হয়। এতো সব সমস্যা-নিয়েও সামনে এগিয়ে চলছে উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন দেখা এই মেধাবী শিক্ষার্থীরা। যারা প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রাম করে নিজের মুখ এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রিন্সিপাল প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদের বক্তব্য

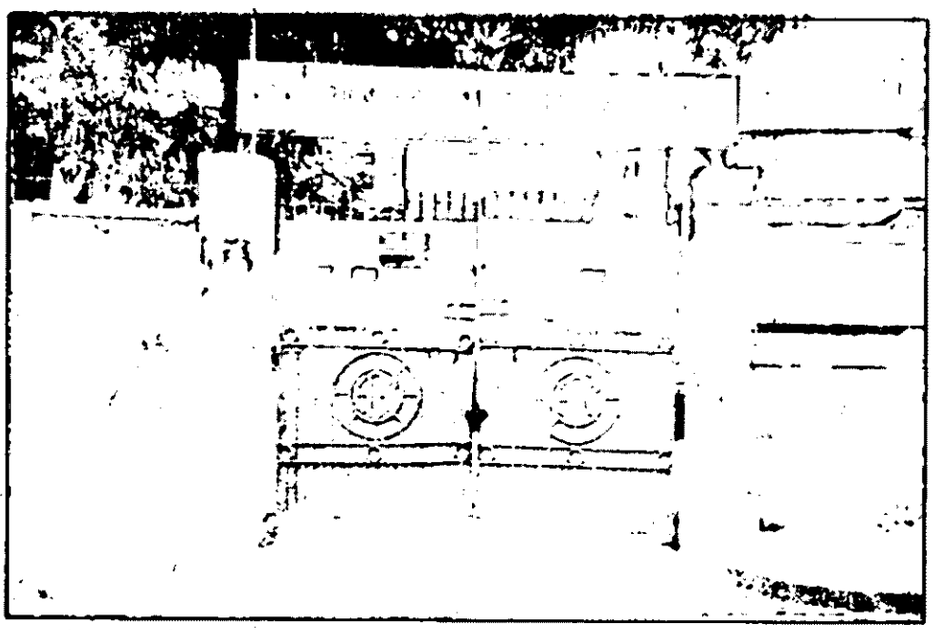

ঐতিহ্যবাহী ইডেন কলেজ দেশের নারীদের উচ্চ শিক্ষায় দীর্ঘদিন যাবৎ অবদান রেখে আসছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আমাদের শিক্ষার গুণগতমান আরো বৃদ্ধি করার। কলেজে নানা সমস্যা থাকলেও আমাদের শিক্ষক এবং ছাত্রীদের পরস্পর সহযোগিতায় এই কলেজটি আগামীতে তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবে বলে আমি মনে করি।